

Published Date:	21 Jan 2024	Publication:	Ei Somoy (Bengali) [Kolkata]
Journalist:	Bureau	Page No:	10
Circulation:	165,798		

মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশান ফান্ড— নাম তো সুন্য হোগা

সেনসেঙ্গ-আর নিফটি চলতি সপ্তাহের আগে অবধি গত মাসচারেক দৌড়ছিল যমুলা ওয়ানের পতিতে। এক-এক হাজারের মাইলস্টোন পার যেন চিরকুটে চোর-পুলিশ খেলা।

এখন ফিন্যান্সিয়াল মার্কেট ডিন্যামিস্ট বলে, এ ভাবে বাজার ওঠার সঙ্গে দেশের মূল্যবৃদ্ধি পরিস্থিতি এবং শীর্ষ ব্যাঙ্কের সম্পদটা খুব নিবিড়। বাজার তেজি থাকলে, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের তরফে দেশে কার্যকর সুদের হার কমানোর সম্ভাবনাই বেশি। যেমন সম্ভাবনা বেশি সোনার মতো প্রেশাস মেটালের দাম আরও বৃদ্ধি পাওয়ার।

বাস্তবে কিন্তু ছবিটা সম্পূর্ণ উল্টো। দাভোসে গিয়ে আইএমএফ ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর গীতা গোপীনাথ থেকে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ গভর্নর ক্রিস্টোফার ওয়ালার মায় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাসও একই সুদের কথা বলেছেন চলতি সপ্তাহে। বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারের সূচক যেখানেই থাকুক না কেন, তাঁদের দাবি মূল্যবৃদ্ধি পরিস্থিতি এখনই নিয়ন্ত্রণে আসেনি, তাই সুদের হার কমানোর উপযোগী সময়ও হয়নি। বছরের দ্বিতীয় ভাগের আগে সুদের হার নিয়ে টানা হেঁচড়া কিছু হচ্ছে না। ফলে আমলমিকারীরা পড়েছেন বেবাক আতান্তরে। বাজারে ওঠাপড়ার জেরে কোন ফান্ডে লগ্নি গ্যারান্টি করে দিলে একটু বাড়বাপ্টার গাফা কম লাগে, তা নিয়ে চিন্তিত সবাই। স্ট্যাটেজি ভুল হলে, কষ্ট করে গড়ে তোলা পোর্টফোলিওর ওজন হালকা হয়ে যেতে মোটেই সময় লাগবে না।

পঞ্চপাণ্ডবের পরিসংখ্যান

ক্যাটেগোরি অ্যাসেটের রিটার্ন (%) ২১.৫ ১৫.৮ ১৫.২

ক্যাটেগোরি	১ বছর	৩ বছর	৫ বছর
আইনিসাইনসাই প্রঃ মাল্টি অ্যাসেট	৩০.৬৫০	৩.১৩৩	২.৩২২
এসবিআই মাল্টি অ্যাসেট	৩.১৩৩	২.৩২২	২.৩১২
নিগুন ইন্ডিয়া মাল্টি অ্যাসেট	২.৩২২	২.৩১২	২.২৬৩
এইচডিএফসি মাল্টি অ্যাসেট	২.৩১২	২.২৬৩	
ট্যাটা মাল্টি অ্যাসেট অপরচুনিটিজ ফান্ড	২.২৬৩		

এইউএম কোটি টাকায়

* বাজারে বৃহত্তম পাঁচ এমএএ রেন্ডলার গ্রোথ ফান্ডের রিটার্ন। * সূত্র: এনজিইএন মার্কেটস

মাল্টিঅ্যাসেট অ্যালোকেশান ফান্ডের ফান্ডটি কী?

মূল ফান্ডটি হলো কনসেনট্রেশনের বদলে অ্যাসেট ডাইভার্সিফিকেশন। নিয়ামক সেবির নিয়মে মাল্টিঅ্যাসেট অ্যালোকেশান (এমএএ) ফান্ড গড়তে গেলে ভারতীয় শেয়ার, বন্ডস অ্যান্ড কমোডিটিজ—তিন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টেই অন্তত ১০% করে লগ্নি করতেই হবে ফান্ড ম্যানেজারকে। যা ফান্ডের অ্যাসেট অ্যালোকেশান পলিসিতে উল্লেখ রাখতেই হয়। বিশেষজ্ঞদের দাবি, এই অ্যাসেট ক্লাসগুলির নিজেদের মধ্যে খুবই কম বা একাধিক ক্ষেত্রে নেগেটিভ স্তরেও কোরিলেশন ইনডেক্স থাকায়, বাজারের ভোলাটিলিটি'র গনগনে আঁচও তেমন পোড়াতে পারে না এই ধরনের ফান্ডের অ্যাসেট আভার ম্যানেজমেন্ট তহবিলকে।

বাজার কী বলছে?

সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, দেশের তিনটি নামী ফান্ড হাউস সুন্দরম-বন্দন এবং মিরে অ্যাসেট এই বাজারের ফায়দা ভুলতে মাল্টিঅ্যাসেট অ্যালোকেশান ক্যাটেগোরিতে নিউ ফান্ড অফার নিয়ে এসেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে কী করবেন লগ্নিকারী? কেনাকাটা নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু একটা বিষয় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে অবশ্যই। সেটা হলো বিভিন্ন এমএএ ফান্ড-এর আলাদা আলাদা ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট। যে সম্পর্কে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে আপনাকে। অ্যাসেট অ্যালোকেশান পলিসি উল্টেপাল্টে দেখে নিন, যদি ফান্ডটি তাদের পোর্টফোলিও'র ৬৫% বা তার বেশি অংশ শেয়ারে লগ্নি করেছে, তখন তাকে ইকুইটি ফান্ড হিসেবে ধরতে হবে ট্যাক্স ক্যালকুলেশনে।

৩৫-৬০% পোর্টফোলিও শেয়ারে লগ্নি করা থাকলে, সেখান থেকে হওয়া লাভে ইনডেক্সেশন বেনিফিট-এর সুবিধা নেওয়া যেতে পারে, যদি তা ৩ বছরের বেশি সময় ধরে রাখা হয়। আর ৩৫ শতাংশের কম ইকুইটি অ্যালোকেশান থাকলে, সেই এমএএ ফান্ড'কে বন্ড ফান্ড হিসেবে ধরা কর ট্যাক্সের নিয়মে। ফান্ডস-অফ-ফান্ডগুলি বন্ড ফান্ড হিসেবেই বিবেচিত হয়। তাদের থেকে হওয়া লাভ আয়করের স্ট্যাব মেনে করযোগ্য হয়। ফলে লগ্নির আগে ফান্ডের ধরনটা জেনে নেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাজারে নতুন লগ্নিকারী বা এমন লগ্নিকারী, যাদের হুঁকি নেওয়ার সাহস কম, তাঁদের জন্য আদর্শ বিকল্প হতে পারে এইসব এমএএ ফান্ড। যেখানে বছরপটেক লেপে থাকলে রিটার্ন খারাপ হয় না।